[redacted]

[redacted]

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালসহ অনেক নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ইসরায়েলি বিমানের আমিরাতে অবতরণ ভারী যন্ত্রণার: ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী

ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আশতিয়াহ বলেছেন, ইসরায়েলি বিমানের আমিরাতে অবতরণ আমাদের জন্য ভারী যন্ত্রণার, আর যখন সেই ফ্লাইটের নাম হয় কিরয়াত ঘাট। এটা আরব-ইসরায়েল সংঘাতে আরবদের অবস্থানের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

সোমবার রামাল্লায় সাপ্তাহিক মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি বলেন, ইসরায়েল-আমিরাত সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ আরব-ইসরায়েল সংঘাতে আরবদের অবস্থানের স্পষ্ট ও নির্লজ্জ লঙ্ঘন।

তিনি বলেন, ওই ফ্লাইটের নাম কিরয়াত ঘাট, যা দখল হওয়া ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে নির্মিত একটি অবৈধ ইসরায়েলি বসতির নামে।

তবে যেসব আরব দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাদের অভিবাদন জানান আশতিয়াহ। তিনি বলেন, কয়েকটি আরব দেশকে চাপ দিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও।

তার মতে, এখন আমিরাতের বিমানও জেরুজালেমে অবতরণ করবে। আমরা এক কঠিন আরব যুগে বসবাস করছি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

বিবেচনাধীন আছে। পরিচালক হাসপাতাল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বক্তব্য জনস্বার্থবিরোধী ও অবিবেচনাপ্রসূত। ওনার বক্তব্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দুর্বলতা এরই মধ্যে আমি প্রধানমন্ত্রী বরাবরে খোলা চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের উদ্দেশে আরো বলা হয়, আশা করি আপনি অবগত আছেন যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ‘বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল’কে স্বাধীনতা উত্তরকালে ‘গণস্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন কেন্দ্র’ নাম দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং ১৯৭৪ সালে সরাসরি নির্দেশ জারি করে ওই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রায় ৩১ একর জমি হুকুম দখল করিয়ে দিয়েছিলেন।

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল, গণস্বাস্থ্য ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার, গণস্বাস্থ্য ব্লাড ব্যাংক অ্যান্ড ট্রান্সফিউশন সেন্টার, গণস্বাস্থ্য জনহিতকর দাতব্য ট্রাস্টের অধীন সম্পূর্ণ অলাভজনক সংগঠন। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে ব্যাপক কার্যক্রম ও সফলতার জন্য বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার ‘স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার’ পেয়েছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

গত ২৪ মে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল হিসেবে দেশ তথা পৃথিবীর বর্তমান কভিড-১৯ জনিত মহামারি অবস্থায় আমরা আমাদের হাসপাতালে দেশের প্রচলিত নিয়মে দক্ষ ও অভিজ্ঞ, উন্নতমানের যন্ত্রপাতির সহায়তায় স্বল্পমূল্যে কভিড-১৯ এর জন্য আরটিপিসিআর পরীক্ষা এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশন ও প্লাজমা সেন্টার চালু করতে ইচ্ছুক।

আশা করি, আমরা আপনার কাছ থেকে যথাযথ সহায়তা এবং দ্রুত অনুমোদন পাবো। আপনার সুবিধাজনক সময়ে আমাদের কার্যক্রম পরিদর্শন করে জনগণকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য আপনার সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সোনালী ব্যাংকের তিন কর্মকর্তা জব্দ তালিকার সাক্ষী। তারা হলেন, সোনালী ব্যাংক সুপ্রিম কোর্ট শাখার প্রিন্সপাল অফিসার সাদিকুল ইসলাম, শাকওয়াত হোসেন মিশন ও একই শাখার সিনিয়ার অফিসার আওলাদ হোসেন।

এর আগে, গত ১৩ আগস্ট ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক শেখ নাজমুল আলম সিনহাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ মামলাটি ঢাকার বিশেষ জজ-৪ এ বদলির আদেশ দেন।

গত ১০ ডিসেম্বর আদালতে এ চার্জশিট জমা দেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দুদকের পরিচালক বেনজীর আহমেদ। এর আগে ৪ ডিসেম্বর কমিশনের সভায় ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) অনুমোদন দেয়া হয়।

মামলার আসামিদের মধ্যে ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেডের অডিট কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান মো. মাহবুবুল হক চিশতী (বাবুল চিশতী) কারাগারে, ফারমার্স ব্যাংকের সাবেক এমডি এ কে এম শামীম, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বপন কুমার রায়, ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. লুৎফুল হক, সাবেক এসইভিপি গাজী সালাহউদ্দিন, টাঙ্গাইলের বাসিন্দা মো. শাহজাহান ও একই এলাকার বাসিন্দা নিরঞ্জন চন্দ্র সাহা জামিনে আছেন।

সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা, ফারমার্স ব্যাংকের ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সাফিউদ্দিন আসকারী, রণজিৎ চন্দ্র সাহা ও তার স্ত্রী সান্ত্রী রায় পলাতক রয়েছেন। মৃত হিসেবে প্রমাণ মেলায় চার্জশিট থেকে এক আসামির নাম বাদ দেয়া হয়েছে। নতুন করে একজনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

‘দলে সাহেদ-সাবরিনাদের মতো কেউ থাকলে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে’

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম কামাল হোসেন বলেছেন, যারা আওয়ামী লীগ করেন, তারা যদি কোন অপকর্ম করে তাহলে ব্যক্তির অপকর্মের দায়ভার আওয়ামী লীগের উপর বর্তায়। দোষ করে ব্যক্তি বিশেষ, গালি খায় দল ও দলের শীর্ষ নেতারা। দলে যদি সাহেদ-সাবরিনাদের মতো কেউ থেকে থাকে তাহলে তাদের ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে। কারণ ব্যক্তির দোষের কারণে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার রাতদিন পরিশ্রম বিফলে যেতে পারে না।

সোমবার দুপুরে ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কৃষক লীগ ঢাকা মহানগর উত্তর আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, এতিম শিশুদের মধ্যে মৌসুমী ফল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা শুধু ব্যক্তি হত্যা নয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হত্যা করতে চেয়েছিল। জিয়াউর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের এজেন্ট ছিলেন। কারণ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কর্নেল বেগ জিয়াউর রহমানকে চিঠি দিয়েছিল। কর্নেল বেগ, পরবর্তীকালে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান হয়। জমির বেগ লিখেছিল, তোমার ছেলে ও বউ ভালো আছে। তুমি যুদ্ধ চালিয়ে যাও। মেজর জলিল সম্পর্কে সতর্ক থেকো। এতেই বোঝা যায় জিয়া পাকিস্তানের এজেন্ট ছিল।

তিনি বলেন, বিএনপি এখন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কথা বলে? অথচ তারাই জাতির পিতার হত্যার বিচার চাওয়া যাবে না মর্মে ইনডেমনিটি দিয়েছিল। ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে অপারেশন ক্লিন হাটের নামে ১২৮ জন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে হত্যা করলো। পরে কেউ এই হত্যার বিচার চাইতে পারবে না, মর্মে আইন করলো।

একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার সঙ্গে সরাসরি তারেক রহমান দাবি করে কামাল বলেন, যদি জড়িত না হয় তাহলে পিন্টুর ভাইকে কেন বিদেশ পাঠানো হলো? সেনাবাহিনীর একজন বলল চারটি গ্রেনেড উদ্ধার হলো? সে গ্রেনেডগুলো কোথায় গেল? তদন্ত করা হলো না কেন?

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া বলেন, জাতির পিতা চির অমর হয়ে থাকবেন। তাকে ভোলা সম্ভব নয়। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, একটু স্বাধীন ভূখণ্ড প্রদানের জন্য। বিধ্বংস দেশকে যখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই দিলের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে-এজন্য আওয়ামী লীগের প্রত্যেক নেতাকর্মীকে সতর্ক থাকতে হবে। জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল পাকিস্তানের পরাজিত হওয়ার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের উত্তরসূরীরা এখনো সক্রিয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্র কি থেমেছে? আগস্ট মাসেও সেই উল্লাস দেখেছি। তারেক রহমানের কারণেই একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করা হয়েছিল।

কৃষকলীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ বলেন, কৃষক লীগের সভাপতি সরকারিভাবে ধান চাল ক্রয় করার সময়ে সরকারি ধান চাল ক্রয় বিভিন্ন কমিটিতে কৃষক প্রতিনিধি রাখার দাবি জানান। একই সঙ্গে শোককে শক্তিতে রূপান্তিত করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি বলেন, জাতির পিতার হত্যার বিচার বন্ধে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশটি ১৯৯৬ সালের আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে বাতিল করে। সে সময় বিচারের পথ খুলে দেয়। তখন জাতির পিতার ঘনিষ্ঠজন মহিতুল ইসলাম বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন এবং এ মামলা আংশিক রায় কার্যকর করে বাকি ৫ জন পলাতক খুনিকে দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবি জানান।

ঢাকা মহানগর উত্তর কৃষক লীগের সভাপতি মাকসুদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হালিম খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কৃষক লীগের নেতা সাবেক বিশ্বনাথ সরকার বিটু, আবুল হোসেন, নেতা মোস্তফা কামাল চৌধুরী, আলহাজ্ব আকবর আলী চৌধুরী, অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু, এ্যাড. গাজী জসিম উদ্দিন, রেজাউল করিম রেজা, হিজবুল বাহার রানা, অধ্যাপক ডা. মজিবুর রহমান মিয়াজী, কৃষ্ণ গোপাল পাল, সামিউল বাসির সামি প্রমুখ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

করোনা ভ্যাকসিন পেতে রাশিয়াকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ

করোনা ভ্যাকসিন পেতে রাশিয়াকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন।

তিনি বলেন, “দেশে ভ্যাকসিন আমদানি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। চায়না কোম্পনি সাইনোভ্যাককে ইতিমধ্যেই দেশে শেষ ধাপের ট্রায়ালে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ভারতের সেরাম কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন আনার বিষয়েও আলোচনা চলছে। একই সঙ্গে রাশিয়া সরকারের কাছেও ভ্যাকসিন আমদানির ব্যাপারে আমরা চিঠি দিয়েছি। এ ব্যাপারে রাশিয়ার অ্যাম্বেসেডরের সঙ্গে সরকারের ফলপ্রসূ আলোচনাও হয়েছে। করোনা মোকাবেলায় যে ভ্যাকসিন আগে আসবে সরকার সেটিকে প্রাধান্য দেবে।”

সোমবার সচিবালয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং কেয়ানের সঙ্গে একটি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক শেষে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

ব্রিফিংকালে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলী নূর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন বলেছেন, দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে খুব দ্রুত ৮ লাখ কোভিড কিটস ও ২টি টেস্টিং ল্যাব প্রদান করবে।

বৈঠকে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় উভয় দেশের বাস্তব অভিজ্ঞারচিত্রসমূহের তথ্য আদান-প্রদান করা হয়।

সূত্র- যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সেখানে বলা হয়, সকাল ৮টা পর্যন্ত শনাক্ত এক হাজার ৮৯৭ জনকে নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা তিন লাখ ১০ হাজার ৮২২ জন হল।

আইইডিসিআরের হিসাবে গত একদিনে বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৩ হাজার ৪৪ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাতে সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে দুই লাখ এক হাজার ৯০৭ জন হয়েছে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে ৮ মার্চ। ২৬ অগাস্ট তা তিন লাখ পেরিয়ে যায়।

এর মধ্যে ২ জুলাই ৪ হাজার ১৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ শনাক্ত।

প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদফতর। ২৫ অগাস্ট সেই সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়ে যায়।

এর মধ্যে ৩০ জুন এক দিনেই ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ মৃত্যু।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৫তম স্থানে। তার মৃতের সংখ্যায় বাংলাদেশ রয়েছে ২৯তম অবস্থানে।

এদিকে বৈশ্বিক করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা আড়াই কোটি ছাড়িয়ে গেছে। রোববার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হিসাবে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

আর মহামারীতে আক্রান্তের দিক থেকে দিনে দিনে নতুন রেকর্ড গড়ে যাচ্ছে ভারত। বিশ্বে আক্রান্তের গড় স্থিতিশীল থাকলেও কেন্দ্রস্থল পরিবর্তন হয়েছে।

আগে যেখানে করোনা বিস্তারে দক্ষিণ আমেরিকা ও যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্রভূমি ধরা হতো, বর্তমানে ভারত সেই অবস্থান দখল করেছে।

রোববার ভারতে ৭৮ হাজার ৭৬১ জনের শরীরে করোনাভাইরাস পজিটিভ এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রে মধ্য জুলাইয়ে ৭৭ হাজার ২৯৯ জনের আক্রান্ত হওয়ার খবর এসেছিল। ভারত সেই সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে করোনার সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় বিশ্বে এখন আক্রান্তের সংখ্যা দুই কোটি ৫০ লাখ ৭৪ হাজার ৭৫১ জনে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বজুড়ে আট লাখ ৪০ হাজারের মতো মানুষ এই অতিসংক্রামক ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ জনসংখ্যাবহুল দেশ ভারত মহামারী বিস্তারে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিলের পরের অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু গত ৭ আগস্ট থেকে দেশটিতে সংক্রমণ সংখ্যা মারাত্মকভাবে বাড়ছে।

আক্রান্ত ও মৃত্যু বাড়লেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় এড়াতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার তাগিদ দিচ্ছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর আগে গত মার্চে ১৩০ কোটি জনসংখ্যার দেশটিতে কঠোর লকডাউনের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল।

সূত্র- যুগান্তর